চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

টার্মিনাল ম্যানেজার এর দপ্তর

নং - চবক/ টিএম/এফসিএল/দ্রুত ডেলিভারী/২০১৭ তারিখ ঃ ১৫/০৪/২০২০ খ্রীঃ

বরাবর
প্রেসিডেন্ট,
চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি,
চেম্বার হাউস, আগ্রাবাদ বা/এ,
চট্টগ্রাম

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রার্দুভাবের সময়ে করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) প্রতিরোধকল্পে এতদ্সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন পালনপূর্বক আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বিভিন্ন আমদানীকারকগণ কর্তৃক আনীত এফসিএল/এলসিএল কন্টেইনার ও কার্গো দ্রুত ডেলিভারী নেওয়া প্রসঙ্গে।

উল্লেখিত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন জাহাজে করে আমদানীকারকদের অনুকূলে চট্টগ্রাম বন্দরে যে পরিমাণ এফসিএল কন্টেইনার আসছে সে অনুযায়ী এফসিএল কন্টেইনার ডেলিভারী হচ্ছে না। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রার্দুভাবের সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এফসিএল কন্টেইনার ডেলিভারীর সংখ্যা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। অদ্য ১৫/০৪/২০২০ ইং তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরে ৪৬,৬৯০ টিইইউএস এফসিএল ও এলসিএল কন্টেইনার স্থিত রয়েছে যা এফসিএল ও এলসিএল কন্টেইনার ধারণ ক্ষমতার অনেক বেশি । এফসিএল কন্টেইনার দ্রুত চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস না করার কারণে ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত এফসিএল কন্টেইনার থাকার ফলে বন্দরে কন্টেইনার সংরক্ষণে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে আমদানীকৃত এফসিএল ও এলসিএল পণ্য ডেলিভারী খুবই কম হচ্ছে। এছাড়াও আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে এ সকল পণ্য দ্রুত চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস করা না হলে বাজারে উক্ত পণ্যসমূহের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। সরবরাহের ঘাটতির কারণে বাজারে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পেলে জনসাধারণের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। **পবিত্র রমজান এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে ভোগ্যপণ্যের বাজার স্থিতিশীল, দেশের সাপ্লাই চেইন নিরঃবিচ্ছিন্ন সর্বোপরি চট্টগ্রাম বন্দরে আগত কন্টেইনারবাহী জাহাজ হতে কন্টেইনার লোডিং-আনলোডিং কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে নিম্নমতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।**

১। আপনাদের আমদানীকারকগণ কর্তৃক আমদানীকৃত কাঁচামালসমূহ দ্রুত চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাসের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম কাষ্টম হাউস ও চট্টগ্রাম বন্দর ২৪/৭ কার্যক্রম চালু রেখেছে। বর্ণিত পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতি সচল রাখা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশন চালু রাখার স্বার্থে আপনার আমদানীকৃত কাঁচামালসমূহ দ্রুত চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাস করে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারকের গুদামে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

২। গত ২০ দিন যাবত আমদানীকৃত এলসিএল আনষ্টাফকৃত পণ্যসমূহ সিএফএস সমূহ থেকে ডেলিভারী খুবই কম হওয়ার ফলে সিএফএস সমূহে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পণ্য সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। বর্তমানে এলসিএল পণ্য ডেলিভারী এক-তৃতীয়াংশ নেমে এসেছে। এতে করে আমদানীকৃত এলসিএল কন্টেইনারসমূহ আনষ্টাফ করা দুরুহ হয়ে পড়েছে। তাই এ সকল এলসিএল পণ্যসমূহ অতিদ্রুত ডেলিভারী নেওয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩। গত ২০ দিন যাবত আমদানীকৃত এফসিএল কন্টেইনারসমূহ ডেলিভারী খুবই কম হওয়ার ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ডে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কন্টেইনার সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। বর্তমানে এফসিএল কন্টেইনার ডেলিভারী এক-তৃতীয়াংশ নেমে এসেছে। ফলে জাহাজ ও ইয়ার্ডের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং বর্হিনোঙ্গরে অপেক্ষমান জাহাজের সংখ্যা ও জাহাজের অপেক্ষমান সময় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এ সকল এফসিএল পণ্যসমেত কন্টেইনারসমূহ দ্রুততার ভিত্তিতে ডেলিভারী নেওয়া অতীব জরুরী। পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে এফসিএল কন্টেইনারসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রাইভেট আইসিডি সমূহে জরুরী স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা গেল। ।

এমতাস্থায়, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রার্দুভাবের সময়ে করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) প্রতিরোধকল্পে এতদ্সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক আসন্ন পবিত্র রমজানের সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠু , স্বাভাবিক ও গতিশীল রাখার স্বার্থে চট্টগ্রাম বন্দর অভ্যন্তরে স্থিত এফসিএল/এলসিএল কন্টেইনার ও কার্গো দ্রুত ডেলিভারী নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা গেল। পাশাপাশি এফসিএল কন্টেইনারসমূহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রাইভেট আইসিডি সমূহে জরুরী স্থানান্তর করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা গেল। এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগীতা একান্ত কাম্য।

১৫.০৪.২০

টার্মিনাল ম্যানেজার
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

অনুলিপিঃ

১। একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

২। একান্ত সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

৩। একান্ত সচিব, নৌ পরিবহন সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

৪। একান্ত সচিব, বাণিজ্য সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

৫। সকল সদস্য, চবক এর সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

৬।কমিশনার অব কাস্টমস্, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

৭। পরিচালক (প্রশাঃ), চবক এর সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

৮। পরিচালক (ট্রাফিক), চবক এর সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

৯। প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন (২য় তলা), ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

১০। ১ম সহ-সভাপতি, বিজিএমইএ, বিজিএমইএ রিজিওনাল অফিস, বিজিএমইএ ভবন, লেভেল-৪ ও ৫, ৬৬৯/ই, ঝাউতলা রোড, দঃ খুলশী, চট্টগ্রাম এর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল ।

১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স বিল্ডিং, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম - অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

১২। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স এসোসিয়েশন, আনোয়ার টাওয়ার, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম - অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

১৩। সভাপতি, চট্টগ্রাম সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন, সিএন্ডএফ টাওয়ার, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম - অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা গেল।

১৪। পি এ টু চেয়ারম্যান; চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য দেয়া গেল।

স্বঃ/-

টার্মিনাল ম্যানেজার
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

Scanned with CamScanner